জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানির উৎস স্থাপন কাজে উদ্ভূত কিছু প্রশ্নাবলী ও উত্তর

সাধারণ জনগণের মধ্যে নলকুপ প্রাপ্তি , নলকুপ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হরহামেশাই কিছু জিজ্ঞাসা তৈরি হয়। আবার এ সংক্রান্ত অনেক বিষয়াদি না জানার কারণে অনেকের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন বিভ্রান্তির তৈরি হয়। এতে করে স্থানীয়ভাবে অনেকের সাথেই অনেক রকম দ্বন্দ তৈরি হয়ে থাকে। এসব দ্বন্দের কারণে দপ্তরেরও যেমন ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, তেমনই সরকারি কাজ বাস্তবায়নেও তৈরি হয় নানাবিধ জটিলতা। এসব সমস্যা নিয়ে নানাবিধ সাধারণ জিজ্ঞাসা এবং সেগুলোর উত্তর জেনে নিনঃ

১। হাজার ফুটি নলকুপ কি?

- হাজার ফুটি নলকুপ বলতে কোনো নলকুপ নেই। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অগভীর ও গভীর এই দুই ধরণের নলকুপ স্থাপন করে থাকে। এক্ষেত্রে ২৫০ ফুট বা ৭৭ মিটার এর চেয়ে বেশি গভীরতায় স্থাপিত নলকুপকেই গভীর নলকুপ বলা হয়ে থাকে।

২। কিন্তু ১০০০ ফুটের এস্টিমেট কইরা ৭০০ ফুট কল কইরা মিস্ত্রি বুঝ দিয়া গেলো কেন?

- যে এলাকাতে নলকুপটি স্থাপন করা হচ্ছে বা হয়েছে সেই এলাকায় পূর্বে স্থাপিত নলকুপগুলি থেকে পানির গুণগত মান, গড় গভীরতা, শুষ্ক মৌসুমে পানির স্থিতিতল এসব তথ্য প্রতি বছরই সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয় থেকে সংগ্রহ অরা হয়ে থাকে। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেই এলাকার/ইউনিয়নের/উপজেলার জন্য আলাদা আলাদা গভীরতায় সম্ভাব্য প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। প্রাক্কলিত গভীরতা থেকে কিছু কম বা বেশি গভীরতায় পানের উপযোগী পানি পাওয়া গেলেই শুধুমাত্র ঐ গভীরতায় নলকুপটি স্থাপন করা হয়।

৩। আচ্ছা, তাহলে কম গভীরতায় স্থাপন করার পর এস্টিমেট অনুযায়ী অবশিষ্ট পাইপ কি করবে?

- অবশিষ্ট পাইপ ঠিকাদার বা তার প্রতিনিধি ফেরত নিয়ে যাবে। যে গভীরতায় নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে, ঠিকাদারকে সেই গভীরতা পরিমাপ পূর্বক বিল প্রদান করা হবে। এটি দপ্তর কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে এবং স্থাপিত নলকুপের গায়ে নেমপ্লেট আকারে লাগিয়ে দেয়া হবে। আপনি নিজেও ইচ্ছা করলে সেটা মিলিয়ে দেখতে পারবেন।

৪। ফিল্টার, হাউজিং একটু বাড়িয়ে দেয়া যায়না?

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ গবেষণা দল প্রতি বছর মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেই মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি নির্ধারণ করে। দীর্ঘ সময় আপনার জন্য সুপেয় পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে ফিল্টার, হাউজিং নিশ্চিন্তে ব্যবিহার করতে পারেন।

৫। সরকারি কল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। কাজটা ভাল কইরা করেন না কেন?

- নিয়মিত ব্যবহার করা হয় এমন সরকারি/বেসরকারি যেকোনো জিনিসই যেকোনো সময় নষ্ট হতে পারে। দপ্তর হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আপনাকে সচল পানির উৎস হস্তান্তর করা। নাগরিক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হস্তান্তরকৃত উৎসটির নিয়মিত দেখভাল করা। সামান্য সমস্যা হলে সরকার ঠিক করে দেবে সেই অপেক্ষায় না থেকে নিজ উদ্যোগে দ্রুত সেটি সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ে সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

৬। হস্তান্তরের পরে নষ্ট হলে আপনারা ঠিক করে দেবেন না?

- সরকারি জিনিস বলে নষ্ট হলে সরকারই ঠিক করে দেবে এই ধারণাটি ভুল। একবার ভেবে দেখুন, এটির মালিকানার অংশীদার কিন্তু আপনিও। নিজের টাকায় কেনা মোবাইল ঠিক করতে গেলে কিন্তু কোম্পানিকে নিজের পকেটের টাকা দিয়েই ঠিক করিয়ে নেন। এক্ষেত্রে একটি সচল পানির উৎস আপনার কাছে হস্তান্তর করা দপ্তরের দায়িত্ব। এরপর থেকে সেটি দেখভাল করা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত সমস্ত দায়িত্ব আপনার। কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

৭। আচ্ছা ভালো কথা, সরকারকে কত টাকা দিতে হয়?

- আমাদের সকল উপজেলা/জেলা কার্যালয়ের সামনে বড় করে সাইনবোর্ডে বিভিন্ন রকম পানির উৎসের জন্য চাঁদার পরিমান লেখা আছে। এছাড়াও সরকারি ওয়েব পোর্টালেও এসব হার দেয়া আছে। অতিরিক্ত টাকা খরচ বাঁচাতে সেখান থেকে চাঁদার পরিমাণ জেনে নিতে পারেন।

৮। এর বাইরে আর কি কি খরচ আছে? যেমন- মালামাল আনা নেওয়া, মিস্ত্রি খাওয়ানো, বালি কিনে দেয়া, ফিল্টার/অতিরিক্ত পাইপ/তার কিনে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি...

- সরকারি সহায়ক চাঁদার বাইরে উল্লেখিত প্রশ্নের কোনো বিষয়াদিতেই আপনার অতিরিক্ত কোনো টাকা খরচ হবেনা। মনে রাখবেন, সরকার নির্ধারিত সহায়ক চাঁদা ব্যাতীত যাবতীয় কাজ বাস্তবায়ন ও হস্তান্তর পর্যন্ত আপনার আর কোনো খরচ নেই। এ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়কে অবহিত করুন।

৯। আমার বাড়ির টিউবওয়েল এর কাজ দেখবে কে?

- প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেকানিক রয়েছে। উনারা প্রত্যেকটা পানির উৎস স্থাপনের কাজ নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন। উনার সাথে যোগাযোগের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করুন।

১০। যদি উনি নিজেই অনিয়মের সাথে যুক্ত থাকেন?

- উপজেলা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। উপজেলা কার্যালয় থেকে সন্তুষ্ট না হলে জেলা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। যদি সব জায়গাতেই আপনার প্রশ্নের উত্তর একই হয়, তবে থেমে যান। অন্যথায়, দপ্তর থেকে সমাধান পাবেন বলে আশা করছি।

১১। স্থাপনকৃত উৎসের পানি ও মালামালের গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা হয়?

- পানির উৎস স্থাপনের যাবতীয় মালামাল কাজ শুরুর পূর্বে স্বনামধন্য এবং সর্বজনস্বীকৃত পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষার পর নির্ধারিত সাইটে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আর পানির উৎস স্থাপনের পর সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে সেটি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয় আর্সেনিক, আয়রন ও ক্লোরাইড পরীক্ষার জন্য।

১২। অনেক কিছু জানলাম। আরো কিছু জানার কথা মনে হলে কি করবো?

- সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। অথবা ইন্টারনেটের যুগে ওয়েব পোর্টাল থেকে যোগাযোগ করার মাধ্যম জেনে নিন। যেকোনো সময় আমাদের উপজেলা কার্যালয়ে আপনাকে স্বাগতম।

সুব্রত সরকার
সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
করিমগঞ্জ উপজেলা, কিশোরগঞ্জ।